রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ৯, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৯ অক্টোবর, ২০১৩/২৪ আশ্বিন, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৯ অক্টোবর, ২০১৩ (২৪ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ৪০ নং আইন

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ৩ নং আইনের ধারা ৫ এর প্রতিস্থাপন।**—জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

> "৫। **জাতীয় পরিচয়পত্র পাইবার অধিকার, ইত্যাদি।**—(১) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) অনুসারে ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক নাগরিক, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত সাপেক্ষে, জাতীয় পরিচয়পত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন অন্যান্য নাগরিককে, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত সাপেক্ষে, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করিতে পারিবে।"।

৩। **২০১০ সনের ৩ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত ''পুনঃনিবন্ধন" শব্দের পরিবর্তে "নবায়ন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বা পরে উহা নবায়নের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।";

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ''পুনঃনিবন্ধন" শব্দের পরিবর্তে "নবায়ন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১০ সনের ৩ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর দফা (খ) এ উল্লিখিত ''পরিচয়পত্রে" শব্দের পরিবর্তে ''পরিচয়পত্র বা তথ্য-উপাত্তে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০১০ সনের ৩ নং আইনের ধারা ১৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৩। **তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ, গোপনীয়তা ও সরবরাহ, ইত্যাদি।**—(১) কমিশন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করিবে।

(২) কমিশনের নিকট সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কমিশনের নিকট সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং কমিশন উক্তরূপ চাহিত তথ্য-উপাত্ত, ভিন্নরূপ বিবেচিত না হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিবে।"।

৬। **২০১০ সনের ৩ নং আইনে নূতন ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**১৩ক। তথ্য যাচাই।**—কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতি ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে তথ্য-উপাত্তে সংরক্ষিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করিবার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।"।

৭। **২০১০ সনের ৩ নং আইনে নূতন ধারা ১৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১৬ক। তথ্য-উপাত্তে অননুমোদিত প্রবেশ বা উহাদের বেআইনী ব্যবহারের দণ্ড।—কোন ব্যক্তি তথ্য-উপাত্তে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করিলে বা বেআইনীভাবে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করিলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৮। **২০১০ সনের ৩ নং আইনে নূতন ধারা ১৭ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৭ক। তথ্য-উপাত্তের অননুমোদিত প্রকাশ।—কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা উহার প্রতিনিধি অননুমোদিতভাবে তথ্য-উপাত্ত কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd